দুই মন্ত্রণালয়ের সভায় সিদ্ধান্ত

পিইসি জেএসসি জেডিসি পরীক্ষা চলবে

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা যথারীতি চলবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে এই তিন পরীক্ষার ভবিষ্যৎ। বিষয়টি শিগগিরই অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় সার-সংক্ষেপ পাঠানো হবে। শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি যৌথ কমিটি এই সার-সংক্ষেপ এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা চূড়ান্ত করবে।

মঙ্গলবার শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথসভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি এ সভায় সুপারিশমালা তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগের দুই সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ উভয় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এতে যোগ দেন। জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, পিইসি, জেএসসি এবং জেডিসি পরীক্ষার ব্যাপারে কেবিনেট কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়া পর্যন্ত যেভাবে আছে, সেভাবেই চলবে। আমরা কেবিনেটে এ ব্যাপারে একটি সার-সংক্ষেপ পাঠাব। পাশাপাশি কেবিনেটের চাহিদা অনুযায়ী একটি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত করতে কর্মকৌশল তৈরি করা হবে।

কর্মকৌশল তৈরি এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব মো. আলমগীরকে প্রধান করে যৌথ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৈঠক সূত্র জানায়, কমিটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকের কার্যবিবরণী তৈরির পর কমিটির কার্যদিবস গণনা শুরু হবে। কমিটির সুপারিশ তৈরি হলে একটি সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন মিললে এরপর তা মন্ত্রিসভায় পাঠানো হবে। এতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অষ্টম শ্রেণী চালু থাকা ৮০৩টি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের জেএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ এবং এ ক্ষেত্রে বিলম্ব ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত হয়।

নাম প্রকাশ না করে বৈঠকে উপস্থিত একজন কর্মকর্তা জানান, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত করার ব্যাপারে কর্মকৌশল তৈরি করতে গত বছর মন্ত্রিসভা থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। অষ্টম শ্রেণীতে পিইসি পরীক্ষা গ্রহণ, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত করাসহ কয়েকটি প্রস্তাব করেছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত নির্দেশনা দিয়েছিল মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবারের সভাটি ওই নির্দেশনার আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যই ডাকা হয়।